বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
প্রধান কার্যালয়, বাণিজ্যিক বিভাগ
মহাখালী, ঢাকা।

করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর হোটেল/মোটেল-এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ পদ্ধতি:

Standard Operating Procedure (SOP):

Covid-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালিত হোটেল-মোটেলে আগত অতিথিবৃন্দের সেবাদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ পদ্ধতি:

১. সাধারণ অতিথিদের ক্ষেত্রে হোটেল/মোটেলে প্রবেশের ক্ষেত্রে শুরুতেই ইনফ্রারেড থার্মাল রিডারের সাহায্যে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি শরীরের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী বা তার বেশী হয় তবে আগত অতিথিকে বিষয়টি অবহিত করে প্রবেশ না করার বিষয়টি বিনীতভাবে জানাতে হবে। আগত অতিথি মাস্ক পরা আছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে, যদি মাস্ক পরা না থাকে তাহলে তাকে মাস্ক পরার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাতে হবে।

২. অভ্যার্থনা কাউন্টারে আলোচনার সময় যথেষ্ঠ দুরুত্ব রক্ষা (৩ ফুট) করে অতিথি/অতিথিবৃন্দের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। অতিথি আবাসিক সুবিধা গ্রহণ করলে প্রত্যেক আগত অতিথিকে ২টি মাস্ক, ১ জোড়া স্বচ্ছ পলি হ্যান্ড গ্লাভস, কক্ষপ্রতি একটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার (ছোট বোতল) বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। যে সকল অতিথি কক্ষে অবস্থান করছেন তারা বাহির হতে হোটেল কক্ষে প্রত্যাবর্তন করলে তাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিস্কারের বিষয়টি অভ্যর্থনা/প্রধান ফটকে দায়িত্বরত কর্মী নিশ্চিত করবেন।

৩. প্রতিটি কক্ষকে দৈনিক ভিত্তিক (গেস্ট থাকুক অথবা না থাকুক) সাধারণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রাখতে হবে। কক্ষের মেঝে ফিনাইল/সমজাতীয় লিকুইড দিয়ে পরিস্কার করতে হবে, দরজার হ্যান্ডল/লক/ছিটকিনি ইত্যাদি অবশ্যই ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রেয়ার দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। কক্ষের দরজায় কক্ষটি Hygienic Washed for Covid-১৯ লিখিত একটি ছোট স্টীকার সংযুক্ত করে রাখতে হবে। প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিটি হোটেল/মোটেলে অটো স্প্রেয়ার সরবরাহ করা হবে।

৪. অতিথিদেরকে তাদের নিকট আগত ভিজিটরকে রুমে না নেওয়ার জন্য বলে দিতে হবে। প্রয়োজনে লবিতে বসে পর্যাপ্ত দুরত্ব রেখে আলোচনা করতে পারেন, তবে কোনভাবেই রুম পযন্ত ভিজিটর না নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. প্রতিটি কর্মীকে প্রতিদিন কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে ইউনিট ব্যবস্থাপককে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে; পরিবারের কেউ আক্রান্ত হয়ে থাকলে তার তথ্যাদিও জানাতে হবে। প্রতিদিন তাদেরও শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে হবে; এছাড়া তাদের হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. কিচেন রুমের প্রতিটি কর্মীকে হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, হেয়ার ক্যাপ, আই প্রোটেক্টর গ্লাস সরবরাহ এবং এ সকল উপকরণের ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. যে সকল ইউনিটে আন্তর্জাতিক/বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনুরূপ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার বিষয়টি পত্র দিয়ে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৮. কাঁচাবাজারসহ অন্যান্য বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রে যত কম সংখ্যক জনবল নিযুক্ত করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে এবং অবশ্যই পিপিই (Personal Protective Equipments) পরে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. প্রতি মাসে স্থানীয় একজন সরকারি চিকিৎসক (করোনা বিষয়ে অভিজ্ঞ), জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসনের কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট ব্যবস্থাপকের সম্বন্বয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

১০. প্রতিটি ইউনিটের মূল প্রবেশ দ্বারে পৃথক একটি টেবিলে হ্যান্ড স্প্রেয়ার/হ্যান্ড স্যানিটাইজার, Foot Cleaning Sponge Basin রাখতে হবে।

১১. চিকিৎসাকর্মীদের ক্ষেত্রেও ভিজিটরবিহীন অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। হোটেল কক্ষে প্রত্যাবর্তনকালে অবশ্যই মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১২. নিয়মিত স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ ও সম্বন্বয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। করোনা পরিস্থিতিতে যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ অনুসরণ করার দিকটি যথাযথ প্রচার করে ব্যবসা উন্নয়নের প্রচেষ্টা নিতে হবে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম ভূঞা
মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)